সম্মতির সম্মান

RANGEEN
KHIDKI

RANGEEN
KHIDKI

Rangeen Khidki Foundation একটি নারীবাদী এবং যুব সম্প্রদায় কেন্দ্রিক সংস্থা, যারা মূলত যুবক যুবতী এবং মহিলাদের নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক ও গঠনমূলক কাজকর্ম করে থাকে। যেমন পিরিয়ড আড্ডা, আমার শরীর আমার অধিকার, SRHR প্রভৃতি। যাদের উদ্দেশ্যে হল উল্লেখ্য কার্যাবলী দ্বারা যুব সমাজ, যুবতী ও মহিলাদের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রদান করে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

Consent বা সম্মতি জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। জীবনের প্রত্যেকটি ধাপে মূল্যবোধের সাথে সাথে সম্মতি(Consent), ব্যাক্তিগত সীমানা(personal Boundaries) বজায় রাখা, এবং নিজেকে মানসিক ও শারীরিক উৎপীড়ন থেকে মুক্ত ও নিরাপদ রাখা অত্যন্ত জরুরী।

আমরা অনেক ক্ষেত্রেই ছোট থেকে সন্তানদের সম্মতির মানে বা অসম্মতি কি তা সঠিক ভাবে শেখাই না। Consent বা সম্মতি একটি বাচ্ছার সার্বিক গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী। Consent বা সম্মতি কে সম্মান করা একটি বাচ্ছা কে ছোট থেকে ঘরে এবং স্কুল থেকেই শেখানো উচিত এবং তার সম্মতি উল্লঙ্ঘন হলে সেটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা শেখানো উচিত। তবেই সে এই দেশের একজন স্বাধীন ও দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে উঠতে পারবে।

সম্মতি ছাড়া কারো সাথে যৌন সম্পর্ক জুড়লে, এবং তার বয়স যদি ১৮ বছরের কম হয় তাহলে তা POCSO আইনের আওতায় আসে, ১৮ বছরের বেশি বয়স হলে তার বিনা সম্মতিতে যৌন সংসর্গ, ধর্ষণ বা যৌন উৎপীড়ন হিসেবে গন্য হয়। এই গল্পে আমরা সম্মতি কি, এবং আরও নানা বিষয়ে কথা বলবো।

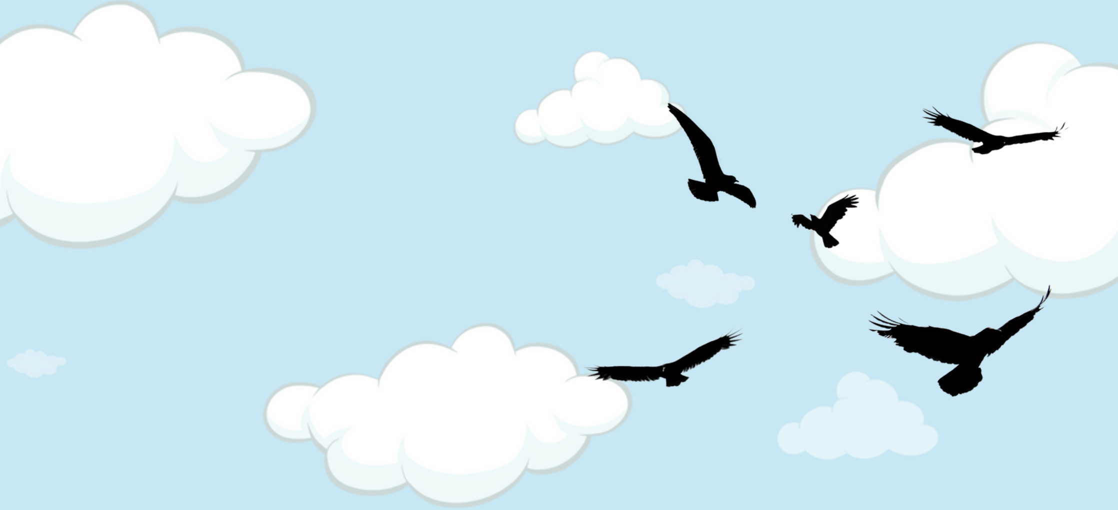

রিমি ও দিয়া গত দুই বছর ধরে ভালোবাসার সম্পর্কে আছে। রিমি একজন ট্রান্স-ম্যান (Trans-man), ওকে ওর বন্ধুরা রাম বলে ডাকে।

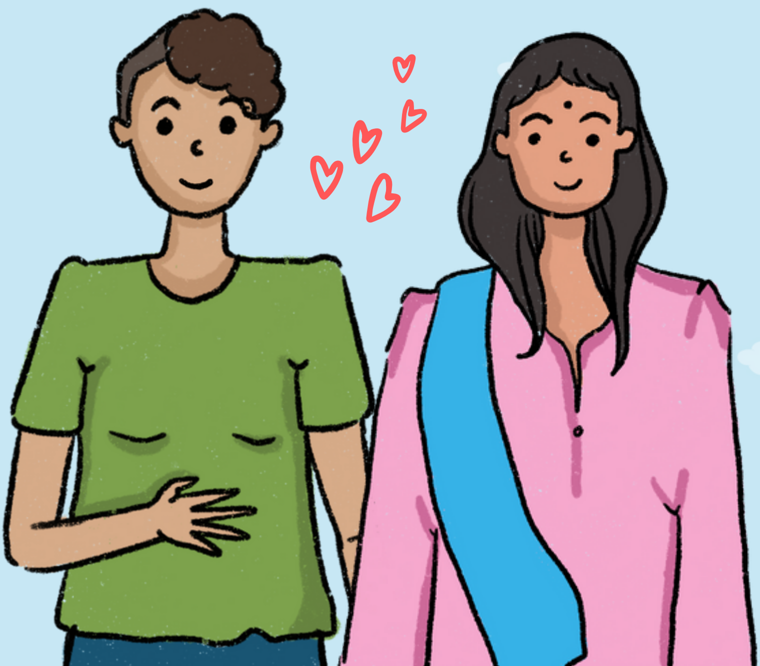

দিয়া আমি এখন নিজের ক্যারিয়ার এর ওপর মন দিতে করতে চাই। আমি এখন তোকে আগের মত সময় দিতে পারবনা।
তুমি আমাকে না জানিয়ে এত বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলে। তুমি তো আমায় আর ভালোই বাসো না। নিশ্চয়ই তোমার জীবনে অন্য কেউ এসেছে।

কিরে রাম ভালো আছিস তো?
না রে দিয়ার সাথে একটা ঝামেলা হয়েছে।
কী হয়েছে, ভালো করে খুলে বল।
প্রথম এক বছর ভালোই কাটছিল, আসলে আমি বুঝতে পারিনি দিয়া কেমন। এখন কেমন একটা বাজে ব্যবহার করে। কোথায় যাবো তাও ওকে বলতে হয়, কাদের সাথে কথা বলব, মেলামেশা করব তাও ওর অনুমতি নিতে হয়। ও আমার whatsApp এর chat দেখে, social media এর password ও নিজের কাছে রেখে দিয়েছ। কোনো মেয়ের সাথে কথা বললে সন্দেহ করে।
আমার ভালো লাগছে না, কিছু একটা সমাধান দেনা।

আচ্ছা আমি বুঝেছি, আমি তোকে সাহায্য করবো। দিয়া কি কোনো দিন তোর সম্মতি চেয়েছে?

না।

তোর জীবনে তোর সম্মতি ছাড়া কেউ কোনো কিছু করতে পারবে না। শুধু তুই নয় যেকোনো মানুষের ক্ষেত্রেই। আমি তোকে একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারি, ধর তোর থেকে আমি একটা পেন নিতে চাই তাহলে তুই যদি আমাকে অনুমতি দিস তবেই আমি পেনটা নিতে পারব। আবার ওই পেনটাই আমি আমার অন্য বন্ধুকে দিতে চাইলে তোর অনুমতি নিতে হবে। এর থেকে এটাই বোঝা গেল তোর জিনিস আমি বা অন্য কেউ যত বারই ব্যবহার করব তোর অনুমতি নেব। সম্মতি কিন্তু সব সময় সজ্ঞানে দিতে হয়, অজ্ঞানে দিলে 'না' ধরা হয়। একবার 'হ্যাঁ' বলার পর না বললেও সেটাকে না ধরা হবে।

সম্মতি স্বইচ্ছায় এবং উৎসাহের সাথে দিতে হয়, সবটা জেনে বুঝে এবং স্বাধীনভাবে দিতে হয়। চুপ করে থাকা বা "না" না বলা, সম্মতি না। কোনো মানসিক বা শারীরিক চাপে পরে সম্মতি দেওয়া, সম্মতি নয়।

যদি কেউ তোকে
- জোর করে
- ভয়ে দেখিয়ে
- কেউ উপহার দিয়ে
- উপহারের লোভ দেখিয়ে
- ভালোবাসার দিব্যি দিয়ে
- মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে

সম্মতি দিতে বাধ্য করে তাকে বাধ্যতামূলক সম্মতি বলে বা কৌশল/ম্যানিপুলেশন করে সম্মতি নেওয়া বলে।

তাহলে কি করব এখন?

দিয়া কে বোঝা ওতো একজন শিক্ষিত মেয়ে , ও হয়তো বুঝবে।

আমি ওকে অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি ও বোঝেই না।

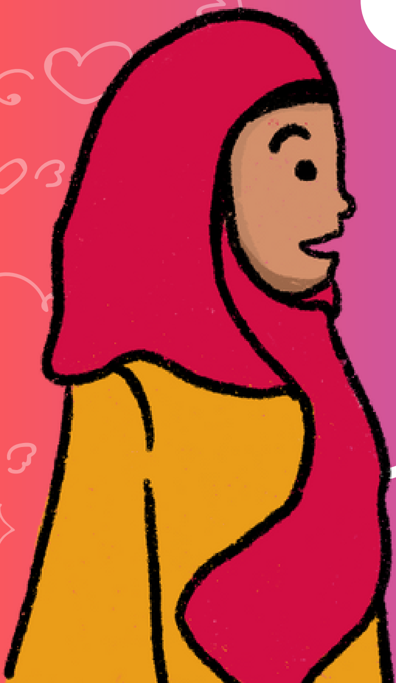

তোদের সম্পর্কটা কি সুস্থ সম্পর্ক? তোর সম্পর্কে যদি - ১.সম্মান, ২.বিশ্বাস, ৩.সততা , ৪.যোগাযোগ - এই চারটে জিনিস থাকে তাহলে এটা সুস্থ সম্পর্ক।

তুলি তুই যা যা বললি তা শুনে মনে হচ্ছে আমাদের সম্পর্কটা সুস্থ নয়। কারন দিয়া আমাকে সম্মান বা বিশ্বাস কোনটাই করে না, শুধু যোগাযোগ টুকুই আছে।
তোর কথা শুনে আমারও মনে হচ্ছে তোদের সম্পর্কটা সুস্থ নয়।
আচ্ছা তোদের মধ্যে কি কখনো শারীরিক সম্পর্ক ছিল?
হ্যাঁ হয়েছে।
তোর মত ছিল?
দিয়া জোর করছিলো তাই হ্যাঁ বলে দিয়েছিলাম।

তার মানে তোদের শারীরিক সম্পর্কে দুজনের মত ছিল না। তার মানে তোদের সম্পর্কে consent ব্যাপারটাই নেই। তাই এরকম সম্পর্ক সুস্থ হতেই পারে না।
আমি তোকে এটা সাজেস্ট করব যে তুই দিয়া কে বোঝা নয় এই রিলেশন থেকে বেরিয়ে আয়।

সম্মতি জাহির করা আমাদের অধিকার আর একটা সুস্থ সম্পর্কে ব্যক্তিগত সীমানা বজায় রাখা এবং এক অপরের সম্মতি বা অসম্মতিকে সম্মান করে উচিত।

হ্যাঁ , তুই ঠিক বলছিস, thank you রে। সম্পর্কে সম্মতি এবং সম্মান খুব জরুরী।

রং-তুলি একটি তরুণীদের দল যাদের রঙ্গীন খিড়কি তৈরি করেছে এরং তারা ২০২১ সাল থেকে মাসিক ও নানান যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার সম্বন্ধিত বিষয় নিয়ে কাজ করে চলেছে। এই কমিক্স গুলো বানানোর উদ্দেশ্য এটা যে নিজের স্বাস্থ্য ও অধিকার নিয়ে যেনো সবাই সচেতন হয় এবং এই তথ্য গুলো বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে যেতে পারে।